ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১০৮৩
আগরতলা, ১০ আগস্ট, ২০১৯

কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে রাজ্যের অর্থনৈতিককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয় এখানে। তবে ত্রিপুরায় উৎপাদিত এই সকল ফসলের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ, সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি দূর করে রাজ্যে উৎপাদিত কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসলের বাজারজাত ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতি ঘটানো যায় সেদিকে সরকার গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। তবেই কৃষকদের যেমন জীবনমান উন্নত হবে, তেমনি তৈরী হবে কর্মসংস্থান। সম্প্রসারিত হবে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে এগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ারদের ৩৩তম জাতীয় সম্মেলন এবং বাণিজ্যিক ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও মান সংযোজন শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্স-এর সূচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারস ইন্ডিয়ার এগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশন বোর্ডের ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলন ও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ছাড়াও সহযোগিতায় রয়েছে ত্রিপুরা কৃষি কলেজ, আই সি এ আর এবং নাবার্ড। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু ও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদিত হয়। কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসলগুলির মধ্যে কোন একটি ফসল কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত হয়। যা অন্তত্য সু-স্বাদু এবং যার দেশ বিদেশের বাজারে চাহিদা রয়েছে তাকে চিহ্নিত করে বাজারজাতকরণ ও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা প্রয়োজন। এতে ঐ ফসলের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যটি বিখ্যাত হয়ে যায়। এতে মার্কেটিং এ সুবিধা হয়। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আনারসকে এই রূপে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কুইন ও কিউ দু'টি ভ্যারাইটির আনারসই দুবাইয়ে রপ্তানী করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মান সংযোজন করা গেলেই কোন ফসল উৎপাদন করে তার সর্বোচ্চ লাভ পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াকরণের ফলে উৎপাদিত ফসল অপচয়ও হয় না। তবে তারজন্য প্রযুক্তি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। সেদিক থেকে আয়োজিত সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষক যারা ক্ষেত্র পর্যায়ে উৎপাদনের সাথে যুক্ত তারা কতটা লাভবান হল তা দেখতে হবে উদ্যোক্তাদের। সেমিনারে আলোচনা থেকে বাণিজ্যিক ফসল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কিভাবে তার মান সংযোজন করা যায়, কৃষকদের কিভাবে আরও বেশী সুবিধা দেওয়া যায় সে বিষয়গুলি দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশকে

****২য় পাতায়

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণ করছেন। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চাইছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যের সার্বিক বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ত্রিপুরার কৃষি, হর্টি, পর্যটন, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদি ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। কৃষিজ ও উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্যকে দুধ ও মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করতে চাইছে। এখানে উৎপাদিত আনারস, চা, রাবার, গোলমরিচ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কিভাবে তার মান সংযোজন করা যায় তা নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্হিরাজ্য থেকে মাছ, দুধ আমদানী করতে রাজ্যের একটা বিরাট অর্থ বর্হিরাজ্যে চলে যাচ্ছে। এখানে উৎপাদনের মাধ্যমে কিভাবে এই অর্থ এখানেই রাখা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্যে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চাষীদের যেমন সচেতন হতে হবে, ব্যবহার করতে সঠিক প্রযুক্তি। এই ধরণের সেমিনার রাজ্যকে এই দিশা দেখাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্যের প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের ২৭ শতাংশ জমি চাষের আওতাধীন। এই চাষের আওতাভুক্ত এলাকা বাড়িয়ে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্য কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর কাজ করছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ১২ লক্ষ মেট্রিকটন ধান উৎপাদিত হচ্ছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এফ সি আই'র মাধ্যমে কৃষকদের থেকে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। আগে কৃষকদের প্রতি কুইন্টাল ১০০০ থেকে ১২০০ টাকায় বিক্রি করতে হত। কিন্তু বর্তমানে কুইন্টাল প্রতি ১৭০০ টাকা মূল্য পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পে কৃষকদের তিন কিস্তিতে ২০০০ টাকা করে মোট ৬০০০ টাকা সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের জন্য মহকুমা স্তরে কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সকল কৃষকবন্ধু কেন্দ্রে এগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ারদের দক্ষতা ও জ্ঞান কৃষকদের সাথে বিনিময় করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, উদ্যানজাত বাণিজ্যিক ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আনারস, কাঁঠাল, লেবু ইত্যাদি উদ্যানজাত ফসলের আধুনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা গেলে এ রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে তিনি উল্লেখ্য করেন। বাণিজ্যিক ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ও মান সংযোজন শীর্ষক সেমিনার থেকে রাজ্যের কৃষক ও উদ্যোগীরা সহযোগিতা ও উৎসাহ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। কৃষিমন্ত্রী শ্রীসিংহ রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। রাজ্য সরকারও সেই দিশাতে কাজ করছে। এজন্য তিনি কৃষকদের কোন জমি পতিত না রেখে অধিক থেকে অধিকতর চাষ করার

******৩য় পাতায়

আহ্বান জানান। এদিন ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারস ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. স্বপন ভৌমিক সংস্থাটির বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি বলেন, সংস্থাটির অন্তর্গত ১৫টি ইঞ্জিনীয়ারিং শাখা রয়েছে। তিনি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অঙ্গ হিসেবে সংস্থাটি ডিজিটাল লার্নিং সিস্টেমও চালু রেখেছেন। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারস ইন্ডিয়ার এগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ারিং বোর্ডের চেয়ারম্যান এম চৌড়ে গৌড়া ও উদ্যানজাত ফসলের বাণিজ্যকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মান সংযোজনের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ এবং কিভাবে তা মোকাবিলা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আই সি এ আরের ত্রিপুরা শাখার যুগ্ম অধিকর্তা ড. বি কে খান্ডপাল। উপস্থিত ছিলেন নাবার্ড ত্রিপুরা কার্যলায়ের জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারস ইন্ডিয়ার অনারারি সেক্রেটারি টি ভট্টাচার্য, রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ডি পি সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আই ই আই এর ত্রিপুরা শাখার চেয়ারম্যান তপন লোধ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ারদের ৩৩তম জাতীয় সম্মেলনের কনভেনার তথা রাজ্য কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ড. দেবাশিষ সেন। সম্মেলন উপলক্ষে এদিন অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকার ও আবরণ উম্মোচন করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ। সম্মেলনে এমিনেন্ট ইঞ্জিনীয়ার এওয়ার্ড প্রদান করা হয় আই সি এ আর'র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন জুট এন্ড অ্যালাইড ফাইবার টেকনোলোজির পূর্বেকার অধির্কতা ড. কে কে সতপাঠীকে। এছাড়াও ইয়ং ইঞ্জিনীয়ার এওয়ার্ড প্রদান করা হয় পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিসট্যান্ট প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ার অপূর্ব প্রকাশ, আই সি এ আর'র সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব পোস্ট হারভেস্ট ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনোলোজির হর্টিকালচারেল ক্রপ প্রসেসিং ডিভিশনের পাঞ্জাবস্থিত শাখার বিজ্ঞানী ড. মনোজ কুমার মাহাওয়ার এবং আই সি এ আর'র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট হর্টিকালচারেল রিসার্চ-এর ব্যাঙ্গালুরু শাখার রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট ড. বেনু এস এ কে। মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সম্মেলনে স্থানীয় রিসোসপার্সন ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, কোলকাতা, পাঞ্জাব, ব্যাঙ্গালুরুস্থিত বিভিন্ন কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় এবং কৃষি সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন শাখার দক্ষ প্রফেসর, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ইঞ্জিনীয়ার রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে রিসোর্সপার্সন উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনব্যাপী তারা স্থানীয় কৃষক, উদ্যোগী ছাত্র-ছাত্রী, কৃষি আধিকারিক ও উপস্থিত অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করবেন।

******